০১ অক্টোবর ২০১৭

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রথম পর্বঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়
মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চলমান
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

দ্বিতীয় পর্বঃ জাতীয় বিষয়সমূহ
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
কারাগারে মৃত্যু
নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব
গুম
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা
‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত
সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা
স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত
মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
শ্রমিকদের অধিকার
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার
নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য উপাত্তসহ এই মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭*											
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	১৭	৯	২	১০৭
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	১	১	২	৮
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	০	০	০	১
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	১৮	১০	৪	১১৭
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৩	৬	১	৬৭
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	৭	৪	৮	৪১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	২	০	৩	১৫
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	৪	০	০	২৮
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	৯	১	১	২৫
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	১৫	১	৪	৬৮
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	২	০	১	১৩
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	১	০	৩	৬
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	০	১	০	১০
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	৩	১	৪	৩০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৩	৪	৮	৬২
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	৩০৮	২৫৫	৪২৮	৩৪৫৬
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	৩১১	২৫৯	৪৩৬	৩৫১৮
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	২০	২৬	২২	২৯	২৪	১৮	১৯	১৮৯
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৪	৮৩	৭৯	৭৩	৮৮	৭৫	৬১৬
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৭	২৩	১৭	১৪	১৭৯
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৪	৪	৭	৪৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	৩	৯	৫	৩৮
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	১৩	০	০	১৩
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	৭০	১৭	২৫	২৮৮
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	০	৩৭	০	২৮৪৭
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৩	২	১১	১৯	৪	৯	১	৬	৫	৬০
		আহত	৭	৮	১৬	২২	০	০	২	২৩	৩	৮১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			০	৩	১	৪	১	৪	৬	২	২	২৩
* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য												

পর্ব- ১ঃ বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা চলমান

১. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর জাতিগত নিপীড়ন ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া নতুন নয়। অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকার বড় ধরণের কয়েকটি অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা গণহত্যা, গুম, ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হন।

২. গত ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু শহরের কায়াউক পাণ্ডুর গ্রামের ৩০টি পুলিশ ফাঁড়ি ও বুথিদং শহরের তাউং বাজার গ্রামের একটি সেনাঘাঁটিতে রোহিঙ্গা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৭১ জন নিহত হয়।[১] এই ঘটনার পর থেকে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের সহিংস অভিযানে অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ড ও নির্বিচারে আটকের ঘটনা ঘটে। জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে আসতে থাকে অগণিত রোহিঙ্গা। ২৫ অগাস্টের পর থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ পর্যন্ত সময়ে সামরিক অভিযানের কারণে পাঁচ লাখের ওপর রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। *অধিকার* রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে যে, এই অভিযানে গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশুসহ নারী-পুরুষদের গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং শিশু ও নারীদের ধরে নিয়ে যাওয়াসহ মিলিটারি কর্তৃক গ্রামের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া ও রাস্তাগুলোতে মাইন পুঁতে রাখে।

৩. সেনোয়ারা নামে একজন রোহিঙ্গা নারী অধিকারকে বলেন, ঈদুল আযহার[২] এক সপ্তাহ আগে থেকে তাঁরা খুব আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছিলেন কারণ মিলিটারি বিভিন্ন গ্রামে তাদের অভিযান শুরু করেছিল বলে জানতে পেরেছিলেন। তখন স্থানীয় বৌদ্ধ চেয়ারম্যান গ্রামবাসীকে জানান মিলিটারীরা তাঁদের গ্রামে আক্রমণ করবে না; তাই কেউ যেন গ্রামের বাইরে না যায়। তারপর দুদিন পর সকাল আনুমানিক ৮টায় মিলিটারি স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের গ্রামে হামলা চালায়। তারা 'লঙ্গা' (রকেট লাঞ্চারের মত বোমা) মেরে বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে থাকে। এক পর্যায়ে গ্রামবাসী পালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের ওপর এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়া হয়। সেই সময় সেনোয়ারার স্বামী রাই উল্লাহ মিলিটারির হাতে ধরা পড়েন। মিলিটারিরা তাঁর স্বামীকে সেখানেই রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। তিনি নিজের সন্তানদের জীবন বাঁচাতে পাশের একটি ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সবই দেখেছেন কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না।

৪. মোহাম্মদ জুবাইর নামে আরেকজন রোহিঙ্গা বলেন, মিলিটারি শুধু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে কিংবা গুলি করে মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাঁর গ্রামের রাস্তায় মাইন পুঁতে রেখেছিল, যাতে পালিয়ে যাওয়ার সময় রোহিঙ্গারা হতাহত হয়। জুবাইর বলেন, তিনি নিজের চোখে মিলিটারিকে মাইন পুঁততে দেখেছেন।

---

[১] **At least 71 killed in Myanmar as Rohingya insurgents stage major attack, Reuters, August 25, 2017,** https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/at-least-71-killed-in-myanmar-as-rohingya-insurgents-stage-major-attack-idUSKCN1B507K

[২] ২ সেপ্টেম্বর ঈদুল আযহা পালিত হয়

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থলমাইন পুঁতে রাখার অভিযোগ জোরালো হচ্ছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে শূন্যরেখায় সম্প্রতি স্থলমাইন পুঁতে রাখার এই দৃশ্যটি মুঠোফোনে ধারণ করেছেন এ রোহিঙ্গা তরুণ। ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৫. পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে শিশু; যাদের পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক। এদের মধ্যে কারও বাবা-মা বা কারও ভাই-বোনকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের মিলিটারি ও চরমপন্থী বৌদ্ধরা। এদের মধ্যে এমন শিশুও রয়েছে, যারা বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে; যাদের সংখ্যা তেরশ'রও বেশী। তবে সবচেয়ে বেশী দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে রোহিঙ্গা শিশু ও 'একা আসা' নারীদের মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

৬. এছাড়াও সদ্য জন্ম নেয়া অনেক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে অনেক মা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছেন। গর্ভবতী অনেক নারী বাংলাদেশে পালিয়ে আসার পথে সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। এই সদ্য জন্ম নেয়া শিশুসহ এক বছরের কম বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশী মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ, পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা গর্ভবতী নারীরা এমনিতে নিজেরাই খাবার পাচ্ছেন না, থাকার কোন স্বাস্থ্যকর জায়গাও পাচ্ছেন না। তাঁরা পাহাড়ের খাঁজে, রাস্তার পাশে অবস্থান করছেন। খোলা আকাশের নিচে প্রখর রোদে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে অল্পবয়সী শিশুরা ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পানিশূন্যতাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। *অধিকার* এর আশংকা, যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া না হয় তবে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটতে পারে।

৭. ৯ মাসের গর্ভবতী ইয়াসমিন (২০) নামে এক রোহিঙ্গা নারী অধিকারকে জানান, মিলিটারীর হাত থেকে বাঁচতে তিনি ও তাঁর স্বামী ৪-৫ দিন ধরে হেঁটে ২ বছরের এক ছেলেসহ পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে

এসেছেন। এখানে আসার পর তিন দিন ধরে পানি ও শুকনা খাবার ছাড়া কিছুই খেতে পাননি। থাকার জন্য কোন জায়গাও নেই। অথচ কিছুদিন পরই তাঁর সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা।

৮. দেশটির এই অভিযানকে 'জাতিগত নিধনের' একটি টেক্সট বুক উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান জাইদ রা'দ আল-হুসেইন। তিনি রোহিঙ্গা নিপীড়নের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতির তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ।[৩]

৯. গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে আয়োজিত 'পারমানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল' এর রায়ে রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান গণহত্যার দায়ে মিয়ানমার সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। সাত সদস্য বিশিষ্ট এই আদালত বিভিন্ন নথি ও নির্যাতনের শিকার ২০০ জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এ রায় দেয়। আদালতে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা, কাচিন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওপর দেশটির সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতনের বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরা হয়।[৪]

১০. *অধিকার*ও মনে করে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান সহিংসতাকে 'এথনিক ক্লিনজিং' না বলে 'গণহত্যা' বলা উচিত। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এর মতে, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে মিয়ানমার। অধিকার-এর মত এই সংগঠনটিও তাদের কাছে এই অপরাধের তথ্যপ্রমাণ আছে বলে দাবি করেছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এইচআরডাব্লিউ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে রাখাইনে মানবতাবিরোধী অপরাধের ৪টি ক্ষেত্র শনাক্ত করা হয়েছে। ১. কোনো জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত ও বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য করা ২. হত্যা ৩. ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন সন্ত্রাস এবং ৪. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) রোম বিধিমালার বিবেচনায় নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড।[৫]

---

[৩] UN News Centre, "UN human rights chief points to 'textbook example of ethnic cleansing' in Myanmar" http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57490#.WdDOsy60dkQ

[4] **Myanmar guilty of genocide: People's Tribunal, The daily Prothom Alo, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭, http://en.prothom-alo.com/international/news/160333/Myanmar-guilty-of-genocide-People%E2%80%99s-Tribunal**

[৫] **মিয়ানমারের ওপর অবরোধ আরোপের আহ্বান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, https://www.jugantor.com/online/international/2017/09/26/58961**

ছবিঃ অধিকার।

স্বজন ও ঘরবাড়ি হারিয়ে ছলমল শিশুর চোখ। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত রোহিঙ্গারা (ডানে)। ছবিটি উখিয়া সীমান্ত এলাকায়।
ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

শতশত রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে কাদামাখা পথ বেয়ে দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

নাফ নদী পার হয়ে কিছু রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। ছবিঃ আনিসুর রহমান, ডেইলী স্টার ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

১১. অধিকার রাখাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন জানানো ও রোহিঙ্গাদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধীকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আহ্বান জানাচ্ছে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা সমস্ত রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে তাঁদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোহিঙ্গা শিশুদের অস্থায়ী ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও দাবী জানাচ্ছে। গত ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের কাছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে 'রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালানো প্রস্তাব দিলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সরে এসে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়ার মত গণমুখী উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এরপরও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদল বিএনপি ও এর অংগসংগঠনগুলোকে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রান বিতরণে বাধা দেয় সরকার। অধিকার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ঠেঙ্গারচরে পুনর্বাসনের পরিকল্পনার বিরোধীতা করছে। কারণ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঠেঙ্গার চর এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেটি জনবসতির জন্য নিরাপদ নয়।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

১২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র নির্যাতনে ২ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া ১ জনকে পাথর ছুঁড়ে ও বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ১ জন বাংলাদেশী।

১৩. বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি[৬] অব্যাহত আছে। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করাসহ বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৭] রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে।[৮] জানা যায় যে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত

[৬] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে প্রধান বিরোধী দলেও আছেন। এইকথা স্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা রাখে এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ৬ জুন ২০১৫ সালে সম্পাদিত সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে ধার্য মাশুলে) বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ভারত থেকে বেশী দামে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ। ২৫ বছর মেয়াদে এই বিদ্যুৎ কেনায় বাংলাদেশের ব্যয় হবে এক লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[৭] **উজান-ভাটি দুদিকেই ক্ষতি করছে ফারাক্কা বাঁধ**/বিবিসি, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.bbc.com/bengali/news-37244367

[৮] **Unesco calls for shelving Rampal project** / প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

হলে তা বাংলাদেশের বায়ুদূষণের বৃহত্তম উৎস হবে। কয়লাভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কবলে পড়ে বছরে দেড়'শ মানুষের মৃত্যু হবে। বছরে ৬০০ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাবে।[৯]

ভারতের সীমান্তরক্ষীদের মানবাধিকার লংঘন

১৪. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে বাংলাদেশী নাগরিকদের দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করলে গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের আভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

১৫. গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারীর মাস্টারপাড়া সীমান্তের মেইন পিলার ৮৪৩ এর কাছ দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী ভারতের কোচবিহারের চেংড়াবান্ধা গ্রামে গরু আনতে গেলে কোচবিহারের পানিশালা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে। অন্যরা পালিয়ে আসতে পারলেও সোহেল রানা নামে এক গরু ব্যবসায়ীকে বিএসএফ সদস্যরা আটক করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে সীমান্তের কাছে ফেলে রেখে যায়। পরে সোহেলের সঙ্গীরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে গত ৯ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।[১০]

১৬. গত ১২ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরছিলেন। এই সময় ভারতের কুচবিহার ৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের হিমকুমারী ক্যাম্পের একটি দল তাঁদের ওপর পাথর ও হাতে তৈরি বোমা ছুঁড়ে মারে। এতে আজহার আলী ও তাঁর আত্মীয় লোকমান হোসেনসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। লোকমান হোসেন ও অন্যরা পালিয়ে দেশে আসলেও আজহার আলী নদীতে পড়ে যান এবং নিখোঁজ হন। পরে সীমান্তের সাজিয়ান নদী থেকে আজহার আলীর লাশ উদ্ধার করা হয়।[১১]

দ্বিতীয় পর্বঃ দেশীয় পরিস্থিতি/ ইস্যু

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৭. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[৯] রামপালের দূষণে বছরে মারা যাবে দেড়শ মানুষ/ প্রথম আলো ৬ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-06/20

[১০] **বিএসএফের নির্যাতনে বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ/** প্রথম আলো ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1317121/

[১১] **পাটগ্রামে আরও এক বাংলাদেশিকে হত্যা বিএসএফের/** যুগান্তর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/16/155869/

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে ফলে এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজ করছে।

মৃত্যুর ধরনঃ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ২ জন পুলিশের হাতে 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২০. এই সময় ১ ব্যক্তি পুলিশের ও ১ ব্যক্তি র‍্যাবের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২১. নিহতদের মধ্যে ১ জন মাদ্রাসা সুপার, ১ জন কৃষক ও ২ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

কারাগারে মৃত্যু

২২. *অধিকার* এর তথ্য মতে সেপ্টেম্বর মাসে ৮ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২৩. কারাবন্দি ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

২৪. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হামলা, হয়রানি এবং চাঁদা আদায়ের অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে জানা গেছে। 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' থাকা সত্ত্বেও আইনটির প্রয়োগ না থাকায় বাস্তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

২৫. নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার কৈবর্ত্তপুর গ্রামে আটকের পর র‍্যাব সদস্যদের নির্যাতনে মাজহারুল ইসলাম (৩০) নামে এক যুবক মারা গেছেন বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। তবে র‍্যাব বলছে,

আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান। র‍্যাবের মতে তিনি একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী। যদিও মাজহারুলের স্ত্রীর স্বজনরা জানান, মাজহারুল পেশায় একজন কৃষক। গত ৮ সেপ্টেম্বর মান্দার সিঙ্গারহাট বাজারের একটি চায়ের দোকান থেকে র‍্যাবের ১০-১২ জন সদস্য মাজহারুলকে আটক করে। আটকের পর সেখানেই তাঁকে নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে দোতলার একটি কক্ষে আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় র‍্যাব সদস্যরা। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি অচেতন হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে যায় তারা। এরপর গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটায় হাসপাতালে তাঁর লাশ রেখে চলে যায় র‍্যাব-৫ এর সদস্য পরিচয়ে কিছু লোক। এদিনই মাজহারুলের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। মাজহারুলের হাতের কবজি ও কনুইয়ে আঘাতের চিহ্ন এবং পিঠ ও কোমড়ের নিচে কালচে দাগ ছিল। তাঁর দুই পা ফোলা ছিল ।[১২] গত ১৮ সেপ্টেম্বর মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী শামীমা আক্তার স্বপ্না নওগাঁ জেলার আমলী আদালতে জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত র‍্যাব-৫ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মুরাদ এবং কনসোপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সায়দুর রহমান মোল্লা, স্থানীয় শহীদুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ, আবদুস সাত্তার, রাজ্জাক হোসেন, রফিকুল ইসলাম ও সেলিম উদ্দিনকে অভিযুক্ত করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সিনিয়র জুডশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আবদুল মালেক মামলা গ্রহণ করে ২১ সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য করেন। গত ২১ সেপ্টেম্বর আদালত মাজহারুল ইসলাম হত্যার ঘটনায় করা অপমৃত্যু মামলার নথি পুলিশকে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়। পুলিশ সেদিন আদালতে নথী উপস্থাপন না করার কারণে আদালত আগামী ১৮ অক্টোবর আদেশের জন্য দিন ধার্য করেন।[১৩] তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, মাজহারুল ইসলাম মালোয়েশীয়ায় প্রবাস জীবন কাটিয়ে তাঁর বাবা-মা ও তাঁদের সহায় সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সাত বছর আগে দেশে ফেরেন। স্পষ্টবাদিতা এবং যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য তিনি এলাকায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন, যা অনেককে ক্ষুদ্ধ করে তোলে। এই কারণেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়।[১৪] মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী শামীমা আক্তার বলেন, মামলার পর থেকে হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, মামলা তুলে না নিলে তাঁর স্বামীর মতো তাঁর শিশু সন্তানকেও মেরে ফেলা হবে। মামলার এক সাক্ষি আবদুল মতিন বলেন, একটি অপরিচিত মোবাইল নম্বর থেকে কখনো র‍্যাব কর্মকর্তা কখনো তদন্ত কর্মকর্তা পরিচয়ে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এমনকি 'ক্রসফায়ারের' হুমকিও দেয়া হচ্ছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর হুমকি দেয়ার অভিযোগে বাদী শামীমা আক্তার ও ২৫ সেপ্টেম্বর সাক্ষি আবদুল মতিন মান্দা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। [১৫]

---

[১২] **র‍্যাবের অস্বীকার: আটকের পর র‍্যাবের পিটুনি, যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ/** প্রথম আলো ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1317686/**

[১৩] র‍্যাবের নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগে মামলাঃ মামলা তুলে নিতে হুমকি আতঙ্কে বাদী, সাক্ষী/ প্রথম আলো ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-29/5**

[১৪] **Death in Rab Custody: Family says it was murder /** ডেইলি স্টার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://www.thedailystar.net/frontpage/death-rab-custody-family-says-it-was-murder-1464187**

[১৫] র‍্যাবের নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগে মামলাঃ মামলা তুলে নিতে হুমকি আতঙ্কে বাদী, সাক্ষী/ প্রথম আলো ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-29/5**

মাজহারুল ইসলাম। ছবিঃ প্রথম আলো ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

২৬. গত ৩ সেপ্টেম্বর ঈদের পরের দিন খুলনা জেলার দীঘলিয়া উপজেলার উত্তর চন্দনি মহল এলাকায় শিল্প সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে বসে আবু জাফর (২৫) ও তাঁর তিন বন্ধু মামুন শেখ (২৪), বোরহান মোল্লা (২৩) ও আবু বক্কর (১৬) গল্প করছিলেন। এই সময় সেনহাটা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই প্রকাশ চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে এএসআই তামিম ইসলাম, ফরহাদ ও কনস্টেবল শিমুল ঐ স্কুলের সামনে দিয়ে টহলে যাওয়ার সময় তাঁদের দেখে ছাদ থেকে নামতে বলেন। তারা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাঁদের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে। পুলিশের পিটুনিতে আবু জাফরের ডান পা ভেঙ্গে যায়। তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১৬]

২৭. গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক দেড়টায় সাতক্ষীরা সদর থানার এসআই আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল কলারোয়ার হঠাৎগঞ্জ মাদ্রাসার সুপার মাওলানা সাইদুর রহমানকে দুইটি নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার করে। মাওলানা সাইদুর রহমানের স্ত্রী সাজেদা খাতুন ময়না জানান, গ্রেফতারের পর পুলিশ তাঁর স্বামীকে কাথন্ডা বাজারে নিয়ে আসে এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের ফলে তাঁর অবস্থা খারাপ হলে পল্লী চিকিৎসক আবদুল্লাহর ফার্মেসীতে নিয়ে তাঁকে চিকিৎসা দেয়া হয়। এই সময় সাইদুর রহমানের ভাতিজা মুত্তাসিম বিল্লাহ তাঁর চাচাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করলে পুলিশ এক লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। এক লক্ষ টাকা দিতে না পারায় মাওলানা সাইদুর রহমানকে সাতক্ষীরা থানায় নিয়ে গিয়ে পুনরায় নির্যাতন করা হয়। সাইদুর রহমানের ভাই রফিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ তাঁর ভাইকে থানায় নিয়ে দফায় দফায় নির্যাতন করলে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে সাইদুরকে আদালতে নেয়া হলে তাঁর অসুস্থতা দেখে আদালত তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে পুলিশ তাঁকে

[১৬] **১০ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় অংশ নেয়া অনিশ্চিত: খুলনায় পুলিশের পিটুনিতে পা ভাঙল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীর/** যুগান্তর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **https://www.jugantor.com/city/2017/09/05/153030/**

সাতক্ষীরা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করে সামান্য সুস্থ করে আদালতে সোপার্দ করলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করে। সাতক্ষীরা কারাগারের সুপার হাফিজুর রহমান জানান, কারাগারে সাইদুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আরএমও ডাঃ ফরহাদ জামিল জানান, গত ১৬ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে সাইদুর রহমান মারা যান। নিহত সাইদুর রহমানের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে।[১৭] গত ১৯ সেপ্টেম্বর নিহত সাইদুর রহমানের ভাই বজলুর রহমান সাতক্ষীরা সদর আমলি আদালত ০১ এ সাতক্ষীরা সদর থানার এসআই পাইক দেলোয়ার হোসেন, এএসআই শেখ সুমন হাসান, এএসআই আশরাফুজ্জামান ও পুলিশের অজ্ঞাতনামা দুই কনস্টেবলকে আসামী করে ৩০২ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালতের বিচারিক হাকিম হাবিবুল্লাহ মাহমুদ মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি) কে নির্দেশ দেন। [১৮] এরপর গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে একদল দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে করে নিহত সাইদুর রহমানের ভাই মামলার বাদী বজলুর রহমানের বাড়িতে এসে ভাংচুর চালায় এবং ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মামলা উঠিয়ে নেয়ার জন্য হুমকি দেয়।[১৯]

গুম

২৮. জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এই নয় মাসে ৬৭ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৭ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২৯ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বা তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৩১ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২৯. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটককৃত ব্যক্তিটিকে কোথাও ফেলে রেখে যাচ্ছে অথবা কোন থানায় নিয়ে সোপর্দ করছে অথবা আদালতে হাজির করছে অথবা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে বহু রাজনৈতিক কর্মী গুম হয়েছেন, যাঁদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ভিকটিমদের পরিবারগুলো তাঁদের স্বজনদের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া অনেক ভিকটিম পরিবার অনবরত সরকার, সরকার দলীয় নেতাকর্মী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো

[১৭] **লাখ টাকা ঘুষ দাবি:সাতক্ষীরায় পুলিশের নির্যাতনে মাদরাসা সুপার নিহত/** নয়াদিগন্ত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/252353

[১৮] **৬ পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা: পুলিশকে ঘুষ না দেয়ায় মাদ্রাসা সুপারকে পিটিয়ে হত্যা : ভাই/** যুগান্তর ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/09/20/156933

[১৯] **সাতক্ষীরায় মাদ্রাসা সুপার হত্যা: পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের হুমকি: বাদীর বাড়িতে ঢুকে হেলমেটধারী সন্ত্রাসীদের হামলা/** যুগান্তর ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/23/157742/

অস্বীকার করে বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। অথচ বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুম বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং অব্যাহত আছে।

৩০. গত ১৮ মে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ব্যাংকক ভিত্তিক আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠন ফোরাম এশিয়া (এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট) এর পক্ষ থেকে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ৩৬তম সেশনে এক বিবৃতি পাঠ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে । ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ৩৯৩ টি গুমের ঘটনা ঘটার অভিযোগ রয়েছে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের বেশীরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও ভিন্ন মতাবলম্বী। সরকারি বাহিনী কর্তৃক হুমকি ও হয়রানীর জন্য অনেক ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট করা হয় না। পুলিশ নিয়মিতভাবেই নিজেদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত গুমের ঘটনাগুলোর অভিযোগ নিবন্ধিত করতে অস্বীকৃতি জানায়। অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অস্বীকার সত্ত্বেও বিভিন্ন হাজতখানায় ভিকটিমদের পাওয়া যাচ্ছে। দেশের বিচার ব্যবস্থা মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে থাকায় গুমের শিকার ব্যক্তিরা আইনী সুবিধা পাচ্ছেন না। বাংলাদেশে আগামী বছরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। আশংকার বিষয় এই যে এই সময়ে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ফোরাম এশিয়া বাংলাদেশে গুমের ঘটনার প্রতি অধিক মাত্রায় নজর দেয়ার জন্য মানবাধিকার কাউন্সিলের কাছে আহ্বান জানায় এবং এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার ও গুমের ঘটনার পরিসমাপ্তির জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি জানায়। তারা পুনরায় বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানায় যে, তারা যেনো জাতিসংঘের মানবাধিকার মেকানিজমকে পুরোপুরি সহায়তা করে এবং ওয়াকিং গ্রুপ অন এনফোর্স ডিসএ্যাপিয়ারেন্সএর স্থগিত বাংলাদেশ সফরকে বাধাহীনভাবে অনুমতি দেয়।[২০]

৩১. গত ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকা থেকে আনোয়ার হোসেন ও নাইম আহমেদ আনাস নামের দুই ব্যক্তিকে জেএমবির সদস্য দাবী করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এই সময় তাঁদের কাছ থেকে বোমা তৈরির ৩০টি ডেটোনেটর এবং উগ্র মতাদর্শের কিছু বই উদ্ধার করা হয় বলে সিটিটিসি জানায়।[২১] কিন্তু আনোয়ার হোসেনের পরিবার দাবি করেছে, এক মাস ১১ দিন আগে আনোয়ারকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। আনোয়ার আটক হবার পর দিনই তাঁর পরিবার সাভার মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে। পরে ওই ডায়েরির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রফিকুল ইসলাম আনোয়ারের মোবাইল ফোনের কললিস্টের সূত্র ধরে তদন্ত করে আনোয়ারকে ডিবি পুলিশ নিয়ে গেছে এবং তিনি ডিবি পুলিশের ঢাকার মিন্টো রোডের কার্যালয়ে আছেন বলে তাঁর পরিবারকে জানান।[২২]

---

[২০] https://www.forum-asia.org/?p=24796

[২১] **রাজধানীতে নব্য জেএমবির ২ সদস্য গ্রেফতার/** যুগান্তর ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **https://www.jugantor.com/city/2017/09/10/154224/**

[২২] **নব্য জেএমবি আনোয়ারকে এক মাস আগেই তুলে নেয় ডিবি/** বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://www.bd-pratidin.com/city/2017/09/12/263241**

পুলিশ আনোয়ার হোসেন ও নাইম আহমেদ আনাস নামের দুই ব্যক্তিকে জেএমবির সদস্য দাবী করে সাংবাদিকদের সামনে নিয়ে আসে ছবিঃ নিউ এইজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩২.২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৩.ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। আর তাই এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার

৩৪.বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। রাষ্ট্র মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এবং অনেকেই গুম হচ্ছেন,[২৩] অন্যদিকে কথিত 'চরমপন্থীরা' আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ধর্মীয় 'চরমপন্থার' বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগ ঘটনাগুলোর

[২৩] **অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/** প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ **www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/**

ক্ষেত্রে তারা যে বর্ননা দিচ্ছে তা প্রায় একইরকম। এই যাবতকালে 'বন্দুকযুদ্ধ', 'ক্রসফায়ার' বা এনকাউন্টারের নামে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী যে ধরনের বর্ণনা দিয়েছিল, এখনও প্রায় একইরকমভাবে 'চরমপন্থা' দমনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। অনেকেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন বলে জানা গেছে। ফলে এই ধরনের অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগনের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[২৪]

৩৫. গত ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১ টায় ঢাকার মিরপুর মাজার রোডের বর্ধনবাড়ি এলাকায় 'কমল প্রভা' নামের একটি বাড়ি ঘেরাও করে র‍্যাব বাড়ির পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে 'চরমপন্থীরা' রয়েছে বলে দাবি করে। এরপর ওই বাড়ির বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। র‍্যাব জানায়, ৪ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলে একটি অভিযানের ফলোআপ হিসেবে মিরপুর মাজার রোডে অভিযান চালানো হয়।[২৫] ৬ সেপ্টেম্বর র‍্যাব জানায়, ৫ সেপ্টেম্বর আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে আবদুল্লাহ, তাঁর দুই স্ত্রী, দুই শিশু সন্তান ওসামা (১০) ও ওমর (৩) সহ আরো দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।[২৬] স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, 'চরমপন্থী' আবদুল্লাহ তাঁর পরিবার নিয়ে প্রায় ১৫ বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করতেন। আবদুল্লাহ্‌র ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবসা এবং কবুতরের খামার ছিল।[২৭]

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা অব্যাহত

৩৬. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৮ জন নিহত ও ৪২৮ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৫ টি ও বিএনপি'র ২ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৮ জন নিহত ও ২৯৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৩৭. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র প্রতারণামূলক ও বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জোট ক্ষমতায় আসে। জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে ক্ষমতায় আসায় জনগণের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ফলে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য তাদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করছে। ফলে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরা একরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই সরকারের আমলে তারা তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির বিষয়ে কোন্দলে লিপ্ত হয়ে একে অপরের ওপর হামলা করছে। তারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি দখল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ, সাধারণ

---

[২৪] **Extremism tackling narrative warrants transparency** /নিউএজ ২৯ এপ্রিল ২০১৭ http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency

[২৫] **'আত্মসমর্পণে রাজি হয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ'**/ প্রথম আলো ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1313646/none

[২৬] **মিরপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান: ঘরের ভেতর কেবলই পোড়া কঙ্কাল/** প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1314656/

[২৭] **'আত্মসমর্পণে রাজি হয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ'**/ প্রথম আলো ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1313646/none

নাগরিক ও নারীদের ওপর হামলা, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ ইত্যাদির অপকর্মে জড়িত হচ্ছে। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নীচে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতার দুটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

৩৮. গত ২ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামে ঈদগা ময়দানে ঈদুল আজহার নামাজ শুরু হওয়ার আগে ইমামের জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইমদাদুল হক আওয়ামী লীগের ভেতরে থাকা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিতে শুরু করেন। এই সময় ইমদাদুল হককে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের নেতাকর্মীরা বক্তব্য দিতে বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই সময় উভয় উপদলের নেতাকর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ২৪ জন আহত হন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে জয়নাল আবেদীন নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[২৮]

৩৯. গত ৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঝাউদিয়া ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কেরামত আলী ও বখতিয়ার হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ১২ জন আহত হন এবং বিল্লাল হোসেন (৩৩) ও এনামুল হক (৪৫) নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন।[২৯]

সভা-সমাবেশে বাধা

৪০. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। দেশে জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা না থাকায় সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দেয়া এবং নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার লংঘন করা।

৪১. অথচ বর্তমানে কোনো সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নিতে হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী দল ও ভিন্নামতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে পুলিশ। এছাড়া কোনো ঘরোয়া বৈঠকে জমায়েত হলে বা কোনো সভায় যোগদানের উদ্দ্যেশে গেলে পুলিশ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নাশকতার পরিকল্পনার কল্পিত অভিযোগে আটক করছে। বর্তমানে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের হাতে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন এবং সভা-সমাবেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারিদল বিনা বাধায় যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ করছে, তাদের নির্বাচনী প্রতীকের পক্ষে ভোট চাচ্ছে এবং সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে থেকে বিরোধীদলের

[২৮] **আলমডাঙ্গায় ঈদ জামাতে আ'লীগের দু'গ্রুপে গোলাগুলি/** যুগান্তর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/05/152910/

[২৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সভা-সমাবেশে হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দিচ্ছে। এই রকম অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

৪২. শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় তারাবুনিয়া ও উত্তর তারাবুনিয়া ইউনিয়নে পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারের মধ্যে টাকা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেন জেলা বিএনপির সভাপতি সফিকুর রহমান। ত্রান কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য গত ৩ সেপ্টেম্বর তারাবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে একটি প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়। পুলিশ ওই দিন রাতেই প্যান্ডেলটি ভেঙ্গে দেয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে তারাবুনিয়ায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বিএনপির নেতাকর্মীরা সখীপুরে উপস্থিত হলে পুলিশ তাঁদের ওপরও হামলা করে এবং লাঠিপেটা করে। পুলিশের আক্রমণের মুখে তাঁরা সেই জায়গা থেকে চলে যেয়ে তারাবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জড়ো হতে থাকলে পুলিশ সেখানেও হামলা করে তাঁদের লাঠিপেটা করে। এই ঘটনায় বিএনপির ১৫ জন নেতাকর্মী আহত হন।[৩০]

৪৩. বিএনপি নেতা ও সাবেক এমপি জহিরউদ্দিন স্বপন ঈদুল আযহা উদযাপনের জন্য গত ১ সেপ্টেম্বর বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার সরিকল গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে যান এবং ৩ সেপ্টেম্বর নেতাকর্মীদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্যোগ নেন। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর দুপুর আনুমানিক ১২ টায় গৌরনদী মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মোহাম্মদ ছগির হোসেন ফোর্সসহ জহিরউদ্দিন স্বপনের বাড়ীতে এসে এই ব্যাপারে তাঁকে সর্তক করেন। ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টার পর থেকে বিএনপির নেতা কর্মীরা দলে দলে জহিরউদ্দিন স্বপনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলে তাদেরকে ঠেকাতে লাঠিসোঁটাসহ ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা জহিরউদ্দিন স্বপনের বাড়ির প্রতিটি রাস্তার মুখে অবস্থান নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এই অবস্থায় জহিরউদ্দিন স্বপনের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের হামলায় বিএনপির ৫ জন নেতাকর্মী আহত হন।[৩১]

৪৪. নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলা সদরে সোনাপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে মাইক্রোবাস করে এসে সাবরেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। সন্ধ্যায় তাঁদের সাবরেজিষ্ট্রার কার্যালয় থেকে কয়েক শ গজ দূরে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই পুলিশ এসে সেখান থেকে ২৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ দাবি করেছে নাশকতার পরিকল্পনা করতে তাঁরা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। [৩২]

---

[৩০] বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রম পুলিশের বাধায় পণ্ড/ প্রথম আলো ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-05/13

[৩১] **জহির উদ্দিন স্বপনের পুনর্মিলনীতে হামলা আহত ৫/** মানবজমিন ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=81513

[৩২] নোয়াখালীতে বিএনপির ২৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তারঃ পুলিশের দাবি, নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন/ প্রথম আলো ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-17/2

স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত

৪৫. বন্যার কারণে স্থগিত চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদ এবং দেশের ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন গত ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলোর অধিকাংশই ব্যাপক অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপজেলা নির্বাচন

৪৬. কেন্দ্র দখল, হাত বোমা বিস্ফোরণ, বিরোধী দলের প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়া, কারচুপি, বিরোধীদলের প্রার্থীর ওপর হামলার মধ্যে দিয়ে কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন শুরু হওয়ার দুই ঘন্টা পর নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি এবং এরপর জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করে। বিএনপি মনোনীত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাডভোকেট এসএম সোলায়মানের বাড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এক লিখিত বক্তব্যে বলেন, নির্বাচনের আগের দিন ২৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে শতশত বহিরাগত দুর্বৃত্ত এলাকায় অবস্থান নেয় এবং নির্বাচনের দিন তারা ৪২টি ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফারুক চৌধুরীকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়।[৩৩]

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

৪৭. নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জিরতলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ব্যাপক অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১ টা থেকেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের সমর্থকরা বিরোধী দলের প্রার্থীর এজেন্টদের জোর করে বের করে দিয়ে নৌকা প্রতীকে জাল ভোট দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার খাড়েরা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সোনারগাও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকে সিল মারা ব্যালট বই দেখা যায়। এই বিষয়ে সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, মনির হোসেন নামে ছাত্রলীগের এক নেতা এইগুলোতে সিল মেরেছে। প্রাণের ভয়ে কিছু বলতে পারেননি তিনি। এছাড়া মোহাম্মদীয়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ব্যালট ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীর এজেন্টদের প্রকাশ্যে সিল মারতে দেখা যায়। [৩৪]

৪৮. বর্তমান সরকারের সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থায় যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানো হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়েই শুরু হয় এই দুবৃর্ত্তায়ন। এরপর থেকে নারায়ণগঞ্জের সিটি

---

[৩৩] **প্রশ্নবিদ্ধ চট্টগ্রামের নবগঠিত কর্ণফুলী উপজেলা নির্বাচন/** যুগান্তর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/city/2017/09/25/158276/

[৩৪] **কর্ণফুলী উপজেলা ও ১২ ইউপিতে ভোট: চেয়ারম্যান পদে আ'লীগ ৫টি ও বিএনপি ১টিতে বিজয়ী/** যুগান্তর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/25/158451/

কর্পোরেশন নির্বাচন ছাড়া অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে অতীতে নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানের বিরাজমান পরিবেশে জনগণের স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এই কারণে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় সরকারের আজ্ঞাবহ পূর্ববর্তী রকিব কমিশন। বিতর্কিত রকিব কমিশনের মেয়াদ ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে শেষ হলে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিকদল গুলোর মধ্যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভালো এবং একটি দৃঢ়চেতা নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে বলে আশার সঞ্চয় হয়। কিন্তু সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিলেও তাদের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৪৯. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ চলছে। সরকারের সমালোচনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সরকার চরমভাবে দমন করছে। নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা প্রয়োগসহ ফৌজদারী আইনের বিভিন্ন ধারায় ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ রয়েছে

৫০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৫১. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারা[৩৫] প্রয়োগ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আইনটি সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য বহুদিন ধরে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটছে। ফলে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় লিখছেন এমন

[৩৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

বেশীরভাগ মানুষ নিজেদের সেল্ফ সেন্সরশীপ করে লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে সাংবাদিকসহ বহু সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এই আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং অনেককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাতিল করবে বলে জানিয়েছে। তবে নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে, তাতে এই চার ধারা থাকবে বলে জানা গেছে। এই আইনটি নিবর্তনমূলক এবং বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা বাতিলের জন্য মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা সোচ্চার হয়েছেন।

৫২. গত ৪ সেপ্টেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার থেতরাই ইউনিয়ের আবদুল জব্বার কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে "আপত্তিকর" স্ট্যাটাস দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অবশ্য ১৬ ঘন্টা পর তিনি পোস্টটি প্রত্যাহার করে নেন। এই ঘটনায় গত ৫ সেপ্টেম্বর উলিপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ সরকার বাদি হয়ে অধ্যক্ষ মাহাবুবুর রহমানকে আসামী করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় উলিপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত মাহাবুবুর রহমান মামলা হওয়ার পর আত্মগোপন করে আছেন। [৩৬]

৫৩. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে কটুক্তি করে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে মেহেরপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ইমন বিশ্বাসকে গত ১৭ সেপ্টেম্বর মল্লিকপাড়া এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত পিটিয়ে আহত করে এবং তাঁর বাড়িতে ভাংচুর চালায়। পরে পুলিশ তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম জানান, ইমন বিশ্বাস পুলিশ পাহাড়ায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁকে আটক দেখানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা করার জন্য পুলিশ হেড কোয়ার্টারে অনুমতি চাওয়া হয়।[৩৭] এরপর পুলিশ হেড কোয়ার্টারের অনুমতি নিয়ে ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। [৩৮]

৫৪. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বাবা সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে কটুক্তি করে স্ট্যাটাস দেয়ায় অভিযোগে লক্ষীপুর জেলার রামগতী উপজেলার ছাত্রদল কর্মী রায়হানকে পুলিশ গত ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রামগতী থানায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর রামগতি উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মেজবাহ উদ্দিন হেলাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করেন। [৩৯]

---

[৩৬] **প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর স্ট্যাটাস অধ্যক্ষে বিরুদ্ধে মামলা/** প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1314581/**

[৩৭] **মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে কটূক্তি করায় যুবদল নেতাকে পিটিয়ে আহত /** মানবজমিন ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **www.mzamin.com/article.php?mzamin=83618&cat=9/**

[৩৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর সংগৃহীত তথ্য

[৩৯] **ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস দেয়ায় ছাত্রদল কর্মী গ্রেপ্তার/** মানবজমিন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **www.mzamin.com/article.php?mzamin=85027&cat=9/**

শ্রমিকদের অধিকার

৫৫. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় ৩ জন নির্মাণ শ্রমিক ১০ তলা ভবন থেকে পড়ে, ১ জন রাজমিস্ত্রী নির্মাণাধীন নয় তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এবং ১ জন রাইস মিলের শ্রমিক দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তাছাড়া টেক্সটাইল মিলে আগুন লেগে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ৩ জন বেল্ট ফ্যাক্টরির শ্রমিক আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন। এর বাইরে তৈরী পোশাক শিল্পের ১৫ জন শ্রমিক পুলিশের আক্রমণে এবং ১০ জন শ্রমিক কর্তৃপক্ষের হাতে আহত হয়েছেন যখন শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতন ও ভাতার জন্য আন্দোলন করছিলেন। ইনফরমাল সেক্টরে শ্রমিকদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য প্রকটভাবে বিরাজমান।

৫৬. বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে গার্মেন্ট শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এই সব কারখানাগুলোর অবকাঠামোগত ত্রুটিসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকা বা নিম্নমানের হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে। এই সব কারখানা পরিদর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

টেক্সটাইল মিলে আগুন লেগে ছয় জন নিহত

৫৭. গত ২০ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের চরমুক্তারপুর এলাকায় আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলে আগুন লেগে ছয় জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হচ্ছেন মোহাম্মদ বাবু মিয়া (২২), মোহাম্মদ নাজমুল (২২), মোহাম্মদ রতন মিয়া (২০), মোহাম্মদ সজিব হোসেন (১৭), মোহাম্মদ ইসরাফিল (২৬) এবং হাসিনা বেগম (৬০)। হাসিনা বেগম ছাড়া নিহত অন্য সবাই কারখানার শ্রমিক। প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের ধারণা, রাসায়নিকের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষে ঝালাইয়ের কাজ করার সময় স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। প্রথমে কারখানা ভবনের নিচতলা ও দোতালায় আগুন দেখা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় লোকজন জানান, কারখানার ভবনটি পাঁচতলা। সকাল আনুমানিক ১০ টায় কারখানাটি থেকে মানুষের চিৎকার শুনে এবং কারখানার বিভিন্ন জানালা দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখে আগুন লেগেছে মনে করে এলাকাবাসী সেখানে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষের লোকেরা তাঁদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। কারখানায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করতেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় ১৫ জনের মতো শ্রমিক কাজ করতে এসেছিলেন। কারখানায় উঠা-নামার জন্য মাত্র একটি সিঁড়ি ছিল। এই ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির জিএম মোহাম্মদ ইদ্রিস সরকার, হিসাব রক্ষক মোহাম্মদ আরমান আলী, নিরাপত্তা রক্ষী ওমর আলী এবং কর্মচারী মোহাম্মদ ওসমান ও রুবেলকে পুলিশ আটক করেছে। এই ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শওকত আলী মজুমদারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৪০]

[৪০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং মুন্সিগঞ্জে কারখানায় আগুন, নিহত ৬/ প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-21/1

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৫৮.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

৫৯. গত ২১ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় আয়মন টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি লিমিটেড কারখানায় বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা কর্ম বিরতি পালন করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে ও শটগানের গুলি চালায়। এই ঘটনায় চার পুলিশসহ ১৯ জন শ্রমিক আহত হন। [৪১]

নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা

৬০.নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে তাঁদের অবদান অপরিসীম। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরো বেশী শোচনীয়।

৬১. পাথর ভাঙ্গা, ইট ভাঙ্গা, নির্মাণ সামগ্রী বহন করা এবং ঢালাই করার কাজে নিয়োজিত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্শিগঞ্জে কর্মরত এইরকম ৩৫ জন নারী নির্মাণ শ্রমিককের সঙ্গে অধিকার কথা বলে জানতে পারে, এই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকরা নদী ভাঙ্গনে ঘরবাড়ী হারিয়ে, কিংবা তাঁদের জেলায় জীবিকার ব্যবস্থা না থাকায় দারিদ্র্যের কষাঘাত সইতে না পেরে এই সব জেলায় কাজ করতে এসেছেন। তাঁদের মজুরি একেক জায়গায় একেক রকম এবং একই ধরণের কাজ করেও পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় তাঁদের মজুরি অনেক কম। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার গুলশান, বনানী বা ধানমন্ডিতে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করলে এই নারী শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ টাকা পান। আবার একই কাজ করে পুরুষ শ্রমিকরা দৈনিক পান ৩৪০ টাকা। নারী শ্রমিকরা জানান, ভারি বোঝা টানতে টানতে তাঁদের শারিরীক অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে। বেশীরভাগ নারী শ্রমিক প্রতিদিন বা দু-একদিন পর পর ব্যথা নাশক ওষুধের ওপর নির্ভর করেন। কর্মক্ষেত্রের আশেপাশে টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা খুব অল্প পানি পান করে সারাদিন রোদের মধ্যে কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে কম পানি পান ও সুবিধামত সময়ে টয়লেট ব্যবহার করতে না পারায় অনেক সময়ই অনেকেই কিডনী সংক্রান্ত জটিলতায় ভোগেন। ছোট শিশু থাকলে তাকে সঙ্গে করেই কাজে আসতে হয় এবং শিশুটিকে কোন গাছের তলায় ছায়ায় রেখে তাঁরা কাজ করেন। তাঁদের অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার জন্য কোন চিকিৎসা সুবিধা কিংবা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়না। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কোন আইনী সুরক্ষা না থাকায় তাঁরা প্রতিনিয়ত শোষণের শিকার হচ্ছেন।

[৪১] **বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি: কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ : আহত ১৯/** নয়াদিগন্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/253756**

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৬২. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়গুলোতে হামলা হচ্ছে, বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দেয়া অথবা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এইসব ঘটনাগুলোতে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬৩. গত ২০ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দূর্বচারা গ্রামের দাসপাড়া মন্দিরে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা হামলা চালিয়ে দূর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রতন শেখ জানান, দাসপাড়া মন্দিরে পূজা নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সানু বিন ইসলামের সঙ্গে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন মোল্লার বিরোধ বাঁধে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে সানোয়ার হোসেন মোল্লার সমর্থকরা মন্দিরে হামলা চালিয়ে দূর্গা প্রতিমা ভাংচুর করে।[৪২]

নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা

৬৪. শিশুদের ওপর অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুরা বিভিন্ন ধরণের আক্রমন, যৌন হয়রানি, মুক্তি পণের দাবিতে অপহরন ইত্যাদির সম্মুখিন হচ্ছে। অনেক শিশু শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত এবং এদের অনেকেই বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সামাজিক অবক্ষয়, নৃশংসতার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি কারণে শিশুদের ওপর নৃশংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এই সব ঘটনায় কিছু কিছু অপরাধীর শাস্তি হয়েছে তবু এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত আছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

৬৫. গত ২৫ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় চুরির অভিযোগে সাগর মিয়া (১৬) নামে এক কিশোরকে চরশ্রীরামপুরের আক্কাস আলী আক্কা, তাঁর ভাই হাসু, আব্দুছ ছাত্তার, জুয়েল মিয়া, সোহেল মিয়া এবং কাইয়ুমসহ কয়েকজন একটি খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে এবং ক্ষুর দিয়ে তাঁর রগ কেটে তাঁকে হত্যা করে। সাগর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র কুড়িয়ে তা বিক্রি করে সংসারের খরচ চালাতেন। এই ঘটনায় পুলিশ রিয়াজউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে[৪৩] এবং র‍্যাব মামলার প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ আক্কাস আলী আক্কাকে গ্রেফতার করেছে।[৪৪]

---

[৪২] **কুষ্টিয়ায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙল আওয়ামী লীগ/** নয়াদিগন্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/253494**

[৪৩] **গৌরীপুরে খুঁটিতে বেঁধে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা/** যুগান্তর ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **https://www.jugantor.com/last-page/2017/09/27/158841/**

[৪৪] **মুঠোফোনে আড়ি পেতে র‍্যাবের অভিযান সফল: অবশেষে প্রধান আসামি আক্কাস গ্রেফতার/** যুগান্তর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **https://www.jugantor.com/first-page/2017/09/30/159618/**

গৌরীপুরের চর শ্রীরামপুর গাউছিয়া হ্যাচারিতে কিশোর সাগরকে পিটিয়ে হত্যা করার প্রধান আসামী আক্কাস আলী।

ছবিঃ যুগান্তর ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৬. নারীদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত আছে। ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ চলছেই। আইনের প্রয়োগ না হওয়া, সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ পুলিশ প্রশাসনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি অব্যাহত থাকা এবং সমন্বিতভাবে জনগণকে সচেতনতার আওতায় আনতে না পারায় ব্যাপকভাবে নারীরা এর শিকার হচ্ছেন।

ধর্ষণ

৬৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৭৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২০ জন নারী ও ৫৫ জন মেয়ে শিশু। ঐ ২০ জন নারীর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৫৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৭ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৮. গত ৩ সেপ্টেম্বর নেত্রকোনা জেলা সদরের ঠাকুরাকোনা গ্রামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জেলা শাখার কৃষি বিষয়ক উপ সম্পাদক কৌশিক সরকার অপু ও তার কয়েক সহযোগী ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর মেয়েটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে আনা হলে ধর্ষকদের মধ্যে একজন সেখানে এসে তাকে ঘটনাটি কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দিয়ে যায়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ও দুঃখে ভিকটিম কিশোরী গত ৪ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং ভিক্টিমের মা এই ঘটনায় থানায় গিয়ে মামলা দায়েরের চেষ্টা করলে থানা পুলিশ মামলা নিতে অপরাগতা প্রকাশ করে।

অবশেষে ঘটনার সাতদিন পর নেত্রকোনা মডেল থানায় মামলা রেকর্ড করে পুলিশ। এরপর পুলিশ কৌশিক ও মামুনকে গ্রেফতার করে।[৪৫]

ধর্ষণ মামলার আসামি ছাত্রলীগ নেতা কৌশিক। ছবিঃ নয়াদিগন্ত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যৌতুক সহিংসতা

৬৯. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে ১৯ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৭০. গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার কদমতলীতে এক লক্ষ টাকা যৌতুক না পেয়ে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধু পলি আক্তার মীম (২৮) কে হত্যা করে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে তাঁর স্বামী ইসমাইল হোসেন পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৬]

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৭১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১৪ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ৪ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত এবং ৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ১ জন নারী নিহত এবং ২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী আহত হয়েছেন।

---

[৪৫] **নেত্রকোনায় ধর্ষণ মামলার আসামি ছাত্রলীগ নেতা কৌশিক গ্রেফতার/ নয়াদিগন্ত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=353501**

[৪৬] **কদমতলীতে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ/** যুগান্তর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **https://www.jugantor.com/second-edition/2017/09/16/156060/**

৭২.গত ৫ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলা শহরের লক্ষীকোল গ্রামে আনোয়ার জাহিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী (১৪) কে আব্দুল হাকিম নামে এক দুবৃর্ত্ত উক্ত্যক্ত করায় ঐ ছাত্রী এর প্রতিবাদ করলে আব্দুল হাকিম তাকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রীর মা অভিযোগ করেন, গত তিন মাস ধরে বখাটে হাকিম তাঁর মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছিলো। বিষয়টি পারিবারিকভাবে সমাধানের জন্য তারা চেষ্টা করলে হাকিম তাদের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁর মেয়ের ওপর হামলা চালায়। পুলিশ অভিযুক্ত হাকিমকে গ্রেপ্তার করতে পারে নাই।[৪৭]

এসিড সহিংসতা

৭৩.সেপ্টেম্বর মাসে ৪ জন নারী, ১ জন মেয়ে শিশু ও ২ জন পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৭৪. গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১০ টায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার কালাপাগলা এলাকায় মরিয়ম (২২) নামে এক নারী তার ছোট ভাই রাসেল (২০) ও ছোট বোন মহিরুন আক্তার (১৪) কে নিয়ে নিজ বাড়িতে টিভি দেখছিলেন। এই সময় মরিয়মের সাবেক স্বামী সোহেল রানা (৩০) ঘরের জানালা দিয়ে মরিয়মকে লক্ষ্য করে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে মরিয়ম, রাসেল ও মহিরুন এসিডে দগ্ধ হন। এসিড দগ্ধ তিনজনকেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় সোহেল ও তাঁর সহযোগী আলআমিন এবং এসিড বিক্রেতা উজ্জ্বল বণিককে গ্রেপ্তার করেছে।[৪৮]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

৭৫.বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত আছে।

৭৬.এরই মধ্যে মানবাধিকার কর্মী যাঁরা দেশের বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকারএর* সঙ্গে

[৪৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৮] **সাবেক স্বামীর ছোড়া অ্যাসিডে ঝলসে গেছে স্ত্রীসহ ভাই- বোন/** বাংলাদেশ প্রতিদিন ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ **http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/09/07/261911**

সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৪৯] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীন দলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া জেলার *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুইজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন মানবাধিকার কর্মী একই আইনে বর্তমানে কারাগারে বন্দি আছেন। [৫০]

৭৭. *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য তিন বছরের বেশী সময় ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও কাজ করে চলেছেন।

[৪৯] বিস্তারিত জানতে অধিকারের মার্চ ২০১৬ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ **www.odhikar.org/মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩**

[৫০] বিস্তারিত জানতে অধিকারের ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এর মানবাধিকার রিপোর্ট দেখুন/ **www.odhikar.org/মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-ফে**

তৃতীয় পর্বঃ সুপারিশ

সুপারিশসমূহ

১. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন জানানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এয়াড়াও জাতিসংঘের তত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। অধিকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছে।

২. অধিকার বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঠেঙ্গারচরে স্থানান্তর না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ঠেঙ্গারচর বসবাসের জন্য অনুপযোগী ও অনিরাপদ।

৩. ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে হবে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রান-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্ঠিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৫. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। অবিলম্বে

গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৬. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৮. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।